যুব প্রবণতা

ডিসেম্বর ২০২৫

প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মুহূর্তে দ্বিধা করবেন না, ধরে থাকুন ও খ্রীষ্টের প্রেমে আবৃত থাকুন

উদারভাবে দিন..!

ভূমিকা

আমাদের প্রভু যীশুর মূল্যবান নামে তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা!

ডিসেম্বরের আগমন সকলের জন্য এক অনন্য আনন্দ বয়ে আনে, কারণ এই মাসেই বিশ্বজুড়ে মানুষ খ্রিষ্টের জন্ম উদযাপন করে।

তবুও, যদিও একদিকে এই উদযাপনগুলি অনুষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে আমাদের হৃদয় ক্রমাগত গভীর বোঝা এবং আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে আমাদের নিজস্ব ভারতের ১.৪৬ বিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য যারা এখনও যন্ত্রণা, দুঃখ এবং অন্ধকারে বাস করে, এমনকি যীশুর নামও জানে না।

যেমন পৌল বলেছেন, "বাক্য প্রচার করো – সময়মত এবং অসময়ে প্রস্তুত থাকো।" কারণ এটিই তোমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। প্রতিটি তরুণ হৃদয় তার আবেগে জ্বলে উঠুক: "আমি যদি সুসমাচার প্রচার না করি তবে আমার জন্য দুর্ভাগ্য!"

সম্প্রতি, বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ভারতের হয়ে জেমিমার অসাধারণ ইনিংস দেখে পুরো বিশ্ব অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের বাইরেও, দেশগুলিকে আরও বেশি রোমাঞ্চিত করেছিল তার সাক্ষাৎকারে সাহসের সাথে যীশুর নাম উচ্চারণ করার সাহস - নির্লজ্জভাবে তাঁকে তার জয়ের কারণ হিসাবে ঘোষণা করার।

এই প্রজন্মের অনেকেই কেবল যখন তারা সংগ্রাম করে তখনই যীশুকে ডাকে, কিন্তু একবার সফল হয়ে গেলে, তারা তাদের বিশ্বাস লুকিয়ে রাখে, এই ভয়ে যে কীভাবে তারা বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মে তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারে। অনেকে তাদের বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু যখন জেমিমা প্রকাশ্যে এবং প্রেমের সাথে সাক্ষ্য দেন, "যীশু আমার মধ্যে আছেন, যীশু আমার কাছে সবকিছু, যীশু আমার বিজয়," তখন তিনি অসংখ্য হৃদয়ে পবিত্র সাহস এবং বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন - এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন যে আমিও নির্ভয়ে যীশুর নাম ঘোষণা করতে পারি!

এটা সত্যিই অসাধারণ ছিল।

প্রিয় তরুণ বন্ধু, এই ক্রিসমাস মরসুমে, দ্বিধা করো না, পিছপা হয়ো না এবং দেরি করো না। বিশ্বের যা খুবই প্রয়োজন তা মুক্তভাবে দান করো...

"প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রতি যীশুর ভালোবাসা!"

খ্রিষ্টের মিশনে
মোহন সি. লাজারাস

কোন প্রবণতা নয় আমার বন্ধু

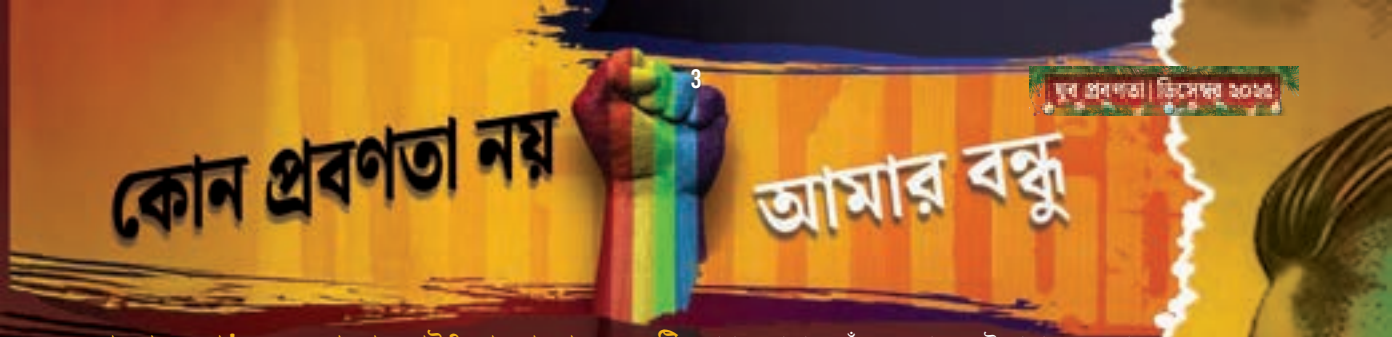

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? আমরা আরও একটি বছরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি! এই মাসগুলিতে, আমরা বিভিন্ন আধুনিক "ট্রেন্ডস" অনুসন্ধান করেছি যা সূক্ষ্মভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে - ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা সেই ক্ষতিকারক ধরণগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সচেতন পদক্ষেপও নিচ্ছি।.

এই মাসে, আজকের বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এমন একটি প্রবণতা সম্পর্কে কথা বলা যাক যা আমাদের মনোযোগ এবং সতর্ক প্রতিফলনের দাবি রাখে।

লুকানো উৎপত্তি: সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, একটি অদ্ভুত স্টাইল ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছে - নিচু কোমর পরা

প্যান্ট এমনভাবে পরুন যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তর্বাস খোলা থাকে। যদিও এটি একটি আধুনিক স্টাইল হিসেবে দেখা হয়, খুব কম লোকই এই প্রবণতার অন্ধকার এবং লজ্জাজনক উৎস সম্পর্কে জানেন। এই প্রথাটি আসলে কারাগারেই শুরু হয়েছিল। সমকামী বন্দীরা তাদের কারাগারের ইউনিফর্ম এভাবে পরতেন অন্যদের কাছে এই সংকেত হিসেবে যে তারা সমকামী আচরণের জন্য উন্মুক্ত। এটি ছিল একটি গোপন কোড যা একই উদ্দেশ্য নিয়ে সহ-বন্দীদের সনাক্ত করতে এবং এই ধরণের পাপপূর্ণ আচরণে জড়িত হতে দেয়। কারাগারের দেয়ালের মধ্যে যা শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করে এবং অবশেষে একটি ফ্যাশন ট্রেন্ডে পরিণত হয়। আজ, আমরা এটি সর্বত্র দেখতে পাই - এমন একটি স্টাইল যা মানুষ গর্বের সাথে পরে, এর পটভূমি বা এর পিছনের চেতনা উপলব্ধি করে না।

LGBTQ আন্দোলনের উত্থান: এটি

LGBTQ আন্দোলনের আকারে এখন অধার্মিক সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী বিকশিত এবং ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি যে দেশের দিকেই তাকান না কেন, এই আন্দোলনটি উদ্বেগজনক প্রভাব ফেলছে এবং এর প্রভাব তরুণ এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এটি এমনকি স্কুল এবং কলেজ হোস্টেলেও প্রবেশ করেছে, তরুণদের মনকে কলুষিত করছে এবং পাপকে স্বাভাবিক করে তুলছে। এবং এখন, এটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে অনেক তরুণ সাহসের সাথে তাদের জৈবিক লিঙ্গ পরিবর্তন করতে বেছে নিয়েছে, সৃষ্টিকর্তার নকশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমার প্রিয় তরুণ ভাই এবং বোন, এই পাপ কেবল নৈতিক দুর্নীতি নয় - এটি আধ্যাত্মিক বিদ্রোহ। কেন এমন কিছু যা বহু বছর আগে প্রকাশ্যে বলা হয়নি তা আজ এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে? কারণ খ্রীষ্টবিরোধী তার শাসনের জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত করছে।

আন্দোলনের পেছনের আত্মা: বাইবেল প্রকাশ করে যে খ্রীষ্টশত্রু ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছুরই বিরোধিতা করে। সে বিকৃতি এবং বিদ্রোহের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য, সে এই অধার্মিক অনুশীলনকে প্রচার করছে যাতে বিশ্ব স্বাগত জানায় তাঁর চেতনায়। এই ধারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি ইসরায়েলে বিশেষভাবে শুরু হয়েছিল, যেখানে প্রতি বছর একটি বিশাল "প্রাইড প্যারেড" আয়োজন করা হয়, যেখানে সমকামিতা প্রকাশ্যে উদযাপন করা হয়।বাইবেল যা বলে: প্রিয় তরুণরা, এই সত্যটি স্পষ্টভাবে বুঝুন যে বাইবেল স্পষ্টভাবে বলে যে এই ধরনের পাপ যারা করে তারা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। এটি কেবল আরেকটি সামাজিক প্রবণতা নয়; এটি শয়তানের দ্বারা সৃষ্ট একটি পাপ যা সৃষ্টিকর্তাকে অসম্মানিত করে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। যখন মানুষ পুরুষ ও নারীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ত্যাগ করে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের ভাবমূর্তি ধ্বংস করে। এই কারণেই শত্রুরা এই ধরনের বিকৃতি প্রচার করে - আমাদের দেশে পুনরুজ্জীবন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য।

তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান:

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই তথাকথিত "ধারা" কেবল প্রতিটি আন্দোলনকে অতিক্রম করার জন্য একটি সামাজিক কৌশল নয় - এটি একটি আধ্যাত্মিক অস্ত্র যা শত্রুরা ঈশ্বরের কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করছে। যদি আপনি বিভ্রান্তিকর বা অধার্মিক চিন্তাভাবনার সাথে লড়াই করছেন, তবে তাদের স্থান দেবেন না। প্রার্থনার মাধ্যমে লড়াই করুন। যেখানে পবিত্র আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা এবং মুক্তি রয়েছে। যদি আপনি এই ধরনের প্রলোভনের উপর বিজয় চান, তাহলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন, যিনি আপনাকে সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করেন এবং প্রতারণার রূপকে শক্তি দেন।

আপনার দায়িত্ব - আমাদের অবস্থান

প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন! দায়িত্ব আপনার হাতে। এই প্রজন্মের জন্য এই শূন্যস্থানে দাঁড়ানোর জন্য ঈশ্বর আপনাকেই বেছে নিয়েছেন। আসুন সাহসী প্রত্যয়ের সাথে উঠে দাঁড়াই এবং বলি, "LGBTQ কে না এবং পুনরুজ্জীবনকে হ্যাঁ!" আসুন আমরা পবিত্রতার সাথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই, বিশ্ব যাকে "ফ্যাশন" বলে তা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমাদের দেশে ঈশ্বরের শক্তিশালী পদক্ষেপের পথ প্রস্তুত করি। একসাথে, আসুন আমরা আপোষের নয়, বরং দৃঢ় প্রত্যয়ের একটি নতুন ধারা শুরু করি - এমন একটি প্রজন্ম যারা বলবে: "আমরা খ্রীষ্টের পুনরুজ্জীবনের বাহক!"

একজন বিদ্রোহী থেকে একজন পুনরুজ্জীবন বাহক

ব্যাঙ্গালোর শহরে জন্মগ্রহণকারী ভাই মানি আব্রাহাম একসময় রিল, টিকটক এবং হিংসা ও পাপে ভরা পার্থিব বিনোদনের দাসত্বে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এক ঐশ্বরিক সাক্ষাৎ তার গল্পকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়। আসুন তার কাছ থেকে শুনি কিভাবে ঈশ্বর তার জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন এবং রূপান্তরিত করেছিলেন।

আপনার সম্পর্কে আমাদের বলুন

আমার নাম মানি আব্রাহাম, এবং আমি বেঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি কুরিয়ার কোম্পানিতে কাজ করি। আমি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি যারা যীশুকে চিনত না। আমার দুই বড় ভাই এবং এক বড় বোন আছে। যখন আমার বড় ভাই ছোট ছিল, তখন তার পা ফুলে যেত এবং সে হাঁটতে পারত না। আমাদের বাড়ির কাছে বসবাসকারী একটি খ্রিস্টান পরিবার আমার মাকে বলেছিল, "তুমি যদি গির্জায় যাও এবং প্রার্থনা করো, তাহলে তোমার ছেলে সুস্থ হবে।" আমার মা আমার ভাইকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, এবং প্রভু তাকে আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থ করলেন! সেই অলৌকিক ঘটনাটি তার চোখ খুলে দিল এবং বুঝতে পারল যে যীশুই হলেন সত্য ঈশ্বর। সেই দিন থেকে, তিনি যীশুকে তার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে পরিচালিত করতে শুরু করেছিলেন।

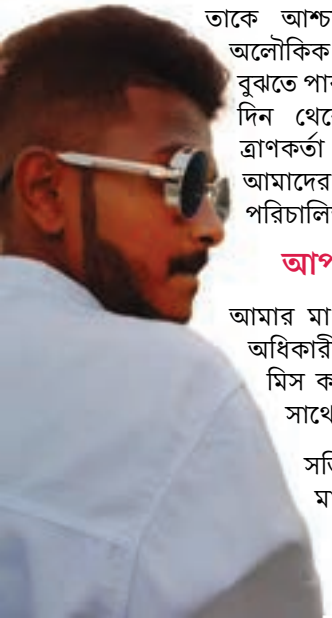

আপনার শৈশব কেমন ছিল?

আমার মা ছিলেন গভীর বিশ্বাস এবং ভক্তির অধিকারী একজন মহিলা। তিনি কখনও গির্জা মিস করেননি এবং প্রতি সপ্তাহে আমাদের সাথে নিয়ে আসতেন। কিন্তু

সত্যি বলতে, আমি স্বেচ্ছায় যাইনি, শুধু মায়ের জোরের কারণেই গিয়েছিলাম। আমার মন সবসময় জাগতিক বিষয় নিয়েই থাকত। রবিবারে, আমি শুধু সিনেমা দেখা নিয়েই ভাবতাম। গির্জার প্রার্থনা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমি থিয়েটারে ছুটে যেতাম অথবা বন্ধুদের সাথে বাইরে যেতাম। এটাই ছিল আমার জীবনের নিয়ম তালিকা।

আপনার স্কুলের দিনগুলি কেমন ছিল?

যখন আমি হাই স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমার আচরণ, হাবভাব, এমনকি আমার পোশাকের ধরণও বদলে যেতে শুরু করে। আমাকে ক্লাস লিডার করা হয়, যা আমাকে গর্বিত করে তোলে। আমি সেই পদের অপব্যবহার করি। আমি ভাবতে শুরু করি, "সবাই আমার কথা শোনে – তার মানে আমার ক্ষমতা আছে। আমি যদি নেতা হই, তাহলে সবাইকে আমার কথা মানতে হবে। তাহলে কেন একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি হব না?"

আমি আমার স্কুল ব্যাগে একটা ছোট ছুরি বহন করতে শুরু করলাম। আমি মজা করে বন্ধুদের এটা দেখাতাম, ভান করতাম যেন আমি সাহসী, শুধু নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। আমার পরিবার এই বিষয়ে কিছুই জানত না। আমার ভাষা নোংরা হয়ে গিয়েছিল, এবং আমি অবাধে মারামারি করতাম এবং অভিশাপ দিতাম। এভাবেই কেটে যেত আমার কিশোর বয়স।

তোমার কলেজের জীবন কেমন?

যখন আমি কলেজে ভর্তি হলাম, তখন আমার অনেক বন্ধু ছিল - কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তারা সবাই আমার মতোই ছিল: আক্রমণাত্মক এবং হিংস্র। লকডাউনের সময়কালে, এই আচরণ আরও খারাপ হয়ে উঠল। কোথাও মারামারি দেখলেই আমরা অন্যদের মারধর করতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

মাঝে মাঝে, কাউকে পছন্দ না হলেও, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ঝগড়া শুরু করতাম।আমার সাথে সবসময় তিন-চারজন ছেলে ঘুরতে যেত। আমি চাইতাম আমার অধীনে অন্তত দশজন

লোক থাকুক - আমি চাইতাম খুনীদের নেতা হিসেবে পরিচিত হতে! এমনকি আমি বিখ্যাত গ্যাংস্টারদের সম্পর্কে পড়তে শুরু করি এবং তাদের গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হই। একই সাথে, আমি টিকটক এবং রিলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। আমি প্রতিদিন ভিডিও বানাতাম, আর যখন লোকেরা লাইক এবং মন্তব্য করত, তখন আমি রোমাঞ্চিত বোধ করতাম। এটা একটা নেশায় পরিণত হয়েছিল। আমার দিনগুলো পোস্ট করা, দেখা এবং আরও লাইক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই কাটত।

তোমার জীবন কীভাবে ঈশ্বরের দিকে মোড় নিয়েছিল?

যদিও আমি পাপপূর্ণ জীবনযাপন করতাম, তবুও মাঝে মাঝে গির্জায় যেতাম। কিন্তু সবকিছুই ছিল রুটিন মাফিক - ব্যক্তিগত প্রার্থনা নয়, বাইবেল পাঠ নয়, পারিবারিক নিষ্ঠা নয়। আমি কেবল পরীক্ষার সময় প্রার্থনা করতাম, ভয়ে। যীশুর সাথে আমার কোনও প্রকৃত সম্পর্ক ছিল না।

২০২২ সালে, আমার বোনের মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা তাকে আমাদের শহরের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই কাজ করেনি। আমাদের পরিবার হৃদয় ভেঙে পড়েছিল এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। হতাশায়, আমরা যীশু মুক্তি প্রার্থনা লাইনে ফোন করে প্রার্থনার অনুরোধ করেছিলাম। তারা আমাদের "চলো প্রার্থনা করি" প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলেছিল এবং আমরা এটি নিয়মিত দেখতে শুরু করেছিলাম।

একটি পর্বে, ভাই মোহন সি. লাজারাস প্রথমে পাপের ক্ষমার জন্য এবং তারপর অলৌকিক কাজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যখন তিনি বললেন, "রোগীর উপর হাত রাখো এবং প্রার্থনা করো," আমি আমার ভাগ্নির উপর হাত রেখে প্রার্থনা করলাম। তারপর হঠাৎ, আমি মোহন কাকাকে বলতে শুনলাম, "তোমার হাত সরাও। তোমার পাপ এই অলৌকিক কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

সেই কথাগুলো আমার হৃদয়ে বিঁধে গেল। আমি একপাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের সামনে আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করতে লাগলাম। সেদিন, আমি এমন এক গভীর শান্তি অনুভব করলাম যা আমি কখনও অনুভব করিনি, এমন এক আনন্দের আগে যা আমাকে আকাশে উড়ে যাওয়ার মতো অনুভব করিয়েছিল! আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে আমার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। সেই দিন থেকে, আমি নিয়মিত "চলো প্রার্থনা করি" অনুষ্ঠানটি দেখা শুরু করি, ঈশ্বরের বাক্য শুনতে এবং প্রতিদিন প্রার্থনা করতে শুরু করি। আমার পরিবারও একসাথে পারিবারিক প্রার্থনা করতে শুরু করে। আমি, যে একসময় দশ মিনিটও প্রার্থনা করতে পারতাম না, ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনায় কাটাতে শুরু করি।

একটি নতুন ডাক

পরে, আমি নালুমাবাদীর ইগনিটার্স ক্যাম্পে যোগদান করি। তিন দিন ধরে, আমাকে পুনরুজ্জীবন এবং যীশুর আগমন সম্পর্কে গভীর এবং শক্তিশালী উপায়ে শেখানো হয়েছিল। সেখানে, আমি একটি নতুন অভিষেক পেয়েছি এবং আমার শহরে প্রভুর সেবা করার জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছি। সেই মুহূর্ত থেকে, আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এখন, আমার চাকরির পাশাপাশি, আমি সুসমাচার প্রচারেও কাজ করি। প্রভু আমাকে আমাদের গির্জার যাজকের সাথে সেবা করার সুযোগও দিয়েছেন। সত্যিই, ঈশ্বর আমার পুরো জীবনকে বদলে দিয়েছেন।

আজকের তরুণদের উদ্দেশ্যে তুমি কী বলতে চাও?

প্রিয় তরুণরা, যদি তোমরা তোমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো, তাঁকে অসন্তুষ্ট করে এমন জিনিসগুলি দূর করো এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শোনো, তাহলে তিনি তোমাদের তাঁর মহিমার পাত্র হিসেবে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করবেন। যখন আমি ঈশ্বর আমাকে যে জিনিসগুলি ছেড়ে যেতে বলেছিলেন তা স্বীকার করে এবং ত্যাগ করি, তখন তিনি আমাকে তাঁর সেবায় ব্যবহার করতে শুরু করেন। এবং তিনি তোমাদের জন্যও একই কাজ করবেন।

প্রিয় তরুণ পাঠকগণ, যদি ঈশ্বর মানি আব্রাহামকে, যে একসময় একজন দাঙ্গাবাজ হতে চেয়েছিল, যীশু খ্রীষ্টের একজন আবেগপ্রবণ দাসে রূপান্তরিত করতে পারেন – তাহলে তিনি আপনাকেও পরিবর্তন করতে পারেন! আজ আপনাকে যে পাপ বা বন্ধনে আবদ্ধ রাখুন না কেন, আপনার জীবন খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করুন ঠিক যেমন তিনি করেছিলেন, এবং আপনি দেখতে পাবেন যে প্রভু আপনাকে তাঁর রাজ্যের জন্য পুনরুজ্জীবনের শিখা হিসেবে তৈরি করবেন!

ভালো করো

"তিনি (কর্ণেলিয়াস) একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সকলের সাথে ঈশ্বরকে ভয় করতেন, অভাবীদের উদারভাবে দান করতেন এবং ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করতেন"– (প্রেরিত ১০:২)।

রোমান সেনাপতি কর্নেলিয়াস, যদিও প্রকৃত ঈশ্বর কে তা জানেন না, তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতপক্ষে একজন ঐশ্বরিক সত্তা আছেন যা শ্রদ্ধার যোগ্য। এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের দান করে উদারতার সাথে জীবনযাপন করেছিলেন। একদিন, একজন দেবদূত আবির্ভূত হয়ে তাকে বললেন, "তোমার প্রার্থনা এবং তোমার দান ঈশ্বরের কাছে স্মারক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।"

আমরা অন্যদের প্রতি যে দয়া করি তা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পৌঁছায়। অতএব, আমাদের অবশ্যই ভালো কাজ এবং উদারতা অনুশীলনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে।

কেন আমাদের ভালো কাজ করা উচিত?

১. এটা ঈশ্বরের আদেশ

"দেশ থেকে দরিদ্ররা কখনও শেষ হবে না; অতএব, আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, তোমাদের ভাইদের প্রতি, তোমাদের দেশের দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি তোমাদের হাত উন্মুক্ত করে দাও।" দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১১

আমাদের প্রভু দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি করুণা ও চিন্তায় পূর্ণ; এই কারণেই তিনি এই আদেশ দিয়েছেন। বাইবেল সতর্ক করে যে, যে কেউ দরিদ্রদের উপহাস করে বা অপমান করে, সে আসলে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে নিন্দা করে। (হিতোপদেশ ১৭:৫)। যারা সরল বা সংগ্রামী তাদের আমাদের কখনই অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ ঈশ্বর নিজেই তাদের জন্য গভীরভাবে যত্নশীল।

২. ভালো কাজ করা হল প্রভুর কাছে ঋণ দেওয়া

"যে দরিদ্রের প্রতি করুণা করে, সে প্রভুকে ধার দেয়, এবং তিনি তার দান ফিরিয়ে দেবেন।" হিতোপদেশ ১৯:১৭

যখন আপনি দরিদ্রদের দান করেন, তখন আপনি আসলে প্রভুকে ঋণ দিচ্ছেন! অনেকেই বিশ্বাস করেন যে তারা কেবল গির্জায় দশমাংশ বা নৈবেদ্য প্রদানের সময়ই ঈশ্বরকে দান করেন, কিন্তু বাক্য অন্যথায় বলে। যখনই আপনি কোনও বৃহৎকে সাহায্য করেন- ওহ, একজন এতিম, অথবা বিপদগ্রস্ত কেউ, তুমি সরাসরি ঈশ্বরকে দান করছো এবং তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রতিদান দেবেন।

প্রভু একবার আমাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন:

"যেমন তুমি পরিচর্যার জন্য কিছু অংশ আলাদা করে রাখো, তেমনি দরিদ্রদের জন্যও কিছু অংশ আলাদা করে রাখো।"

তারপর থেকে, আমার ব্যক্তিগত জীবনে এবং আমাদের যীশুর মুক্তির পরিচর্যায়, আমি সর্বদা আমাদের নৈবেদ্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছি: একটি প্রভুর কাজের জন্য, একটি অভাবী পরিচারকদের জন্য এবং একটি দরিদ্রদের জন্য।

প্রত্যেক খ্রিস্টানকে অন্যদের মঙ্গল করার জন্য এই শৃঙ্খলা শিখতে হবে কারণ এটি একটি ঐশ্বরিক আদেশ।

আমাদের কার প্রতি ভালো করা উচিত?

১. যারা এর যোগ্য তাদের কাছে

"তোমার হাতে ক্ষমতা থাকলে যাদের মঙ্গল করা উচিত, তাদের মঙ্গল করতে অস্বীকার করো না" (হিতোপদেশ ৩:২৭)

বাইবেল নির্বিচারে সকলের প্রতি ভালো করার কথা বলে না; বরং যারা সত্যিকার অর্থে এর যোগ্য তাদের প্রতি ভালো করার কথা বলে। একবার, একজন অস্ত্রবিহীন লোক আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে

বলল, "আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু অতিথিদের খাবারের জন্য আমার কাছে টাকা নেই।" আশ্চর্যজনকভাবে, আমি তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত বোধ করিনি, তাই আমি কেবল তার যোগাযোগ করে যাচাই করার জন্য কাউকে পাঠালাম। পরে, আমরা আবিষ্কার করলাম যে তার গল্পটি মিথ্যা ছিল, কোনও বিয়ে হয়নি! এই কারণেই ঈশ্বর আমার হৃদয় বন্ধ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বর চান না যে আমরা প্রতারিত হই; তিনি আমাদের নির্দেশ দেন যে আমরা প্রকৃত অভাবীদের সাহায্য করি, যারা কারসাজি করে তাদের নয়।

২. বিশ্বাসের পরিবারের প্রতি

"অতএব, আইস, আমরা সুযোগ পেলেই সকলের প্রতি, বিশেষ করে যারা বিশ্বাসের পরিজন, তাদের প্রতি সৎকর্ম করি।" (গালাতীয় ৬:১০)

জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে, যদি কেউ অভাবগ্রস্ত হয়, তাদের সাহায্য করুন। তবে বিশেষ করে, নতুন পরিত্রাণপ্রাপ্ত অথবা বিশ্বাসে সংগ্রামরত সহবিশ্বাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন।

বহু বছর আগে, এক গ্রামে ধর্মপ্রচার করার সময়, আমি এক দরিদ্র বিধবার সাথে দেখা করি যার একটি বেকার মেয়ে ছিল। তার স্বামী তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, এবং তাদের কাছে খাবারও ছিল না, এমনকি এক মুঠো ভাতও ছিল না। চোখের জলে সে বলল, "আমরা কেন বেঁচে থাকব? আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই।"

তার জন্য প্রার্থনা করার পর, যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম, প্রভু আমাকে বললেন, "তুমি বলো আমি জোগান দেব, যদি তুমি না থাকো, তাহলে কার মাধ্যমে জোগান দেব? তাদের দাও।"

তৎক্ষণাৎ, আমার যা কিছু টাকা ছিল তা তাকে দিয়ে দিলাম এবং বললাম, "চিন্তা করো না। ঠিক যেমন প্রভু আজকে দিয়েছেন। তিনি প্রতিদিনই জোগাড় করে যাবেন।" কয়েক মাস পরে, সে আনন্দের সাথে এসে বলল, "আমার মেয়ে চাকরি পেয়েছে!" আমরা আনন্দিত হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করলাম।

৩. ঈশ্বরের দাসদের প্রতি

"যাকে বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয়, সে শিক্ষকের সাথে সকল উত্তম বিষয়ের ভাগীদার হোক।" গালাতীয় ৬:৬

যারা আমাদের ঈশ্বরের বাক্য শেখায় তারা আমাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদের ভাগীদার হওয়ার যোগ্য। সমর্থন করুন

টর, মিশনারি এবং পরিচারক যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, প্রায়শই খুব কম দিয়ে।

যারা গ্রাম থেকে গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য হেঁটে যান তাদের জন্য একটি সাইকেল কিনুন। তাদের খাবার, এক সেট কাপড়, অথবা তাদের পরিচর্যাকে শক্তিশালী করে এমন যেকোনো সাহায্য দিন। যখন আপনি ঈশ্বরের দাসদের সেবা করেন যেমন সারিফতের বিধবা এলিয়ের সেবা করেছিলেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বর আপনাকে কতটা প্রচুর আশীর্বাদ করেন।

যীশু বললেন, "আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের মধ্যে একজনের জন্য যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ।" (মথি ২৫:৪০)

আমাদের কীভাবে ভালো কাজ করা উচিত?

ভালো কাজের জন্য টাকা ধার করো না, বরং তোমার যা আছে তা থেকে দান করো।

আপনার গির্জা, স্কুল বা সম্প্রদায়ের আশেপাশে যারা সংগ্রাম করছে তাদের লক্ষ্য করুন এবং ব্যবহারিক সাহায্য প্রদান করুন।

যদি কোন সহপাঠী বই বা ফি বহন করতে না পারে, তাহলে তাকে সাহায্য করুন।

যদি তুমি রাস্তায় দরিদ্র লোকদের সাথে দেখা করো, তাহলে তাদের কাজ খুঁজে পেতে বা তাদের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করো। যখন তুমি এটা করবে, তখন ঈশ্বর তোমার উপর প্রচুর পরিমাণে তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন।

উপসংহার ভালো কাজ করা ঐচ্ছিক নয়; এটি একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদস্পন্দন।

যখন আমরা অন্যদের আশীর্বাদ করি, তখন স্বর্গ তা লক্ষ্য করে।

আসুন আমরা কর্নেলিয়াসের মতো প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়, উদার হাত এবং এমন একটি জীবন নিয়ে জীবনযাপন করি যা ভালোবাসা ও করুণার স্মারক হিসেবে ঈশ্বরের সামনে ক্রমাগত জেগে ওঠে।

উদারভাবে দিন!

বড়দিনের মরশুম সবসময়ই আনন্দ এবং উত্তেজনা নিয়ে আসে। সেই বছর, বড়দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, সবাই উৎসবের দিনগুলি উদযাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু অ্যালেক্স এবং তার পরিবারের জন্য, তাদের বাড়িতে আনন্দ বা উৎসাহের কোনও চিহ্ন ছিল না। সেই বছর, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ঋণের বোঝা না পড়ে প্রতি মাস কাটানোও কঠিন ছিল।

বড়দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল, অ্যালেক্সের মন উদ্বিগ্ন চিন্তায় ভরে উঠল: "আমরা এই বছর কীভাবে উদযাপন করব?" তবুও, তাদের সন্তানদের সুখের জন্য, তারা একটি ছোট ক্রিসমাস ট্রি স্থাপন করেছিল এবং ঝলমলে আলো দিয়ে সাজিয়েছিল। বাচ্চাদের স্বপ্নের মতো তাদের ইচ্ছার তালিকা তৈরি করতে দেখে অ্যালেক্সের হৃদয় আরও বেশি ব্যথা পেয়েছিল।

ক্রিসমাস যতই ঘনিয়ে আসছিল, উদ্বেগ এবং ক্লান্তি অ্যালেক্সকে ঘিরে ধরেছিল। ক্রিসমাসের দুই দিন আগে, যখন পরিবার বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেছিল, তখন তারা তাদের দরজার বাইরে বেশ কয়েকটি উপহারের বাক্স সুন্দরভাবে সাজানো দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। খোঁজ করার পর তারা দেখতে পায় যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য দুটি করে উপহার রয়েছে। তাদের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে এবং ক্রিসমাসের আমেজ তাদের ঘর আবার ভরে ওঠে।

তবুও কোনও নোট, কোনও নাম, কোনও চিহ্ন ছিল না যে কে এই উপহারগুলি রেখে গেছে তা কেউ জানত না। সেই বছর, অ্যালেক্স এবং তার পরিবার কৃতজ্ঞতা এবং বিস্ময়ে পূর্ণ তাদের সবচেয়ে সুখী ক্রিসমাস উদযাপন করেছিল।

বড়দিনের প্রকৃত আনন্দ

যখন আমরা ক্রিসমাসের কথা ভাবি, তখন সাধারণত যা মনে আসে তা হল নতুন পোশাক, উপহার, ঘর সাজানো এবং সুস্বাদু উৎসবমুখর খাবার উপভোগ করা। এতে কোনও ভুল নেই – তবে ক্রিসমাসের আসল আনন্দ আমরা যা পাই তাতে পাওয়া যায় না; এটি আমরা যা দিই তাতে পাওয়া যায়।

বাইবেল বলে, "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এত ভালোবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন ৩:১৬)। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য দান করে তাঁর অপরিমেয় প্রেম প্রকাশ করেছেন। একইভাবে, আমাদের বিশেষ করে এই বড়দিনের মরসুমে অন্যদের সাথে তাঁর প্রেম ভাগ করে নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

এই বড়দিনে আমরা কীভাবে যীশুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি?

ভালো করো

আমরা যখন আনন্দের সাথে উৎসব উদযাপন করি, তখন মনে রাখি – আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই আছেন যারা অভাব এবং কষ্টের সাথে লড়াই করছেন।

আপনার নিজের পাড়ায় কিছু ঠিক হতে পারে।

- তাদের খুঁজুন। তাদের সাহায্য করুন।
- কম ভাগ্যবান কারো সাথে ভালো খাবার ভাগাভাগি করুন।

কোনও অনাথ বা অভাবী শিশুকে উপহার দিন এবং তাদের মুখে হাসি ফোটান।

বাইবেল বলে, "তোমাদের আলো অন্যদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা প্রকাশ করে" (মথি ৫:১৬)। আমাদের সৎকর্মের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নামকে মহিমান্বিত করি। এমনকি সামান্য দয়ার কাজও কারো জীবনে বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে আরও লিখেছিলেন:: "তাদেরকে সৎকর্ম করতে, সৎকর্মে ধনবান হতে, উদার হতে এবং ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক হতে আদেশ দাও" (১ তীমথিয় ৬:১৮)। আসুন আমরা জগৎ যেমন খ্যাতি বা স্বীকৃতির জন্য সৎকর্ম না করি, বরং আমাদের কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টের প্রেম প্রকাশ করি।

সুসমাচার প্রদান করুন

বড়দিনের চেয়ে সুসমাচার প্রচারের জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর কিছু হতে পারে না। আমাদের চারপাশে হাজার হাজার মানুষ এখনও যীশুকে চেনে না। এই উৎসবের মরসুমে, আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের বার্তার সাথে মিষ্টি, ছোট উপহার বা কার্ড ভাগ করে নিতে পারি। আমরা যে সুসমাচারের বীজ রোপণ করি তা একদিন ফল দেবে এবং যার সাথে তুমি তা ভাগ করে নেবে সে একদিন পরিত্রাণ পাবে। "বাক্য প্রচার করো; ঋতুতে এবং অসময়ে প্রস্তুত থাকো।" (২ তীমথিয় ৪:২)। আসুন আমরা এই সুযোগটি সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যবহার করি এবং খ্রিষ্টের জন্য আত্মার কাছে পৌঁছানোর জন্য নিজেদের উৎসর্গ করি। আসুন আমরা যীশু স্বয়ং যে অমূল্য উপহার পেয়েছেন তা অন্য অনেকের সাথে ভাগ করে নিই এবং এই বড়দিনকে সত্যিকার অর্থে অর্থবহ করে তুলি।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, এই বড়দিনের মরসুমে, ভালো কাজ করো, সুসমাচার প্রচার করো এবং অনেককে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য শ্রম দাও। খ্রিষ্টের জন্মের আশীর্বাদ পেয়ে, তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও - এবং সত্যিকারের আনন্দ এবং উদ্দেশ্যের সাথে এই বড়দিন উদযাপন করো!

আমি প্রার্থনা যোদ্ধা!

ধন্যবাদ প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাহায্য, তাঁর আশীর্বাদ এবং তাঁর অশেষ ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আমরা যখন অন্যদের জন্য কিছু ভালো করি তখন কৃতজ্ঞতা আশা করা মানুষের স্বভাব। যখন কেউ আমাদের সাহায্য পায় এবং আমাদের ধন্যবাদ জানাতে ব্যর্থ হয়, তখন তা কষ্ট দেয়। একইভাবে, যখন আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যাই, তখন তা তাঁর হৃদয়কে দুঃখিত করে। অতএব, এটা অপরিহার্য যে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ের মানুষ হই, কখনও প্রভুর উপকার ভুলে না যাই।

ধন্যবাদের প্রার্থনা কী?

ধন্যবাদ প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাহায্য, তাঁর আশীর্বাদ এবং তাঁর অশেষ ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আমরা যখন অন্যদের জন্য কিছু ভালো করি তখন কৃতজ্ঞতা আশা করা মানুষের স্বভাব। যখন কেউ আমাদের সাহায্য পায় এবং আমাদের ধন্যবাদ জানাতে ব্যর্থ হয়, তখন তা কষ্ট দেয়। একইভাবে, যখন আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যাই, তখন তা তাঁর হৃদয়কে দুঃখিত করে। অতএব, এটা অপরিহার্য যে আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ের মানুষ হই, কখনও প্রভুর উপকার ভুলে না যাই।

বাইবেলে ধন্যবাদের প্রার্থনা

দায়ূদ: অনেক গীতসংহিতায়, দায়ূদ ক্রমাগত প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন (গীতসংহিতা ১০৭:১-৩)।

যিশাইয়: ১২ অধ্যায়ে, তিনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার একটি সুন্দর গান গেয়েছিলেন।

পৌল: কলসীয় ৪:২ পদে, পৌল উপদেশ দেন, **"তোমরা কান পেতে প্রার্থনা করো, ধন্যবাদ সহকারে তাতে সতর্ক থাকো।"**

তিনি কলসীয় ৩:১৭ পদে আরও লেখেন, **"আর কী-তোমরা যখনই কথায় বা কাজে, সবকিছুই প্রভু যীশুর নামে করো, তাঁর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"**

ইস্রায়েলীয়রা: পুরাতন নিয়মে,ইস্রায়েলীয়রা প্রায়শই ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজের জন্য ধন্যবাদ প্রার্থনা করত। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ১০৭-এ, তারা বন্দিদশা এবং দুর্দশা থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর প্রশংসা করত।

যীশু এবং একজন কৃতজ্ঞ কুষ্ঠরোগী

যখন দশজন কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে করুণার জন্য চিৎকার করে বলেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, **"যাও, যাজকদের কাছে নিজেদের দেখাও।"**

তারা যখন যাচ্ছিল, তখন দশজনই সুস্থ হয়ে উঠল। তবুও কেবল একজন শমরীয় যীশুকে ধন্যবাদ জানাতে ফিরে এসেছিল, তাঁর পায়ে পড়ে উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। তারপর যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "দশজন কি সকলেই শুদ্ধ হয়নি? বাকি নয়জন কোথায়? এই বিদেশী ছাড়া আর কেউ কি

ঈশ্বরের প্রশংসা করতে ফিরে আসেনি?" তিনি লোকটিকে বললেন, **"ওঠো, যাও; তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।"** (লূক ১৭:১৭-১৯)

সেই সময়ে, কুষ্ঠরোগীদের ঘরবাড়ি এবং সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। কোনও প্রতিকার ছিল না, এবং কেবল একজন পুরোহিতই তাদের সুস্থতার প্রমাণ দিতে পারতেন আগে তারা বাড়ি ফিরে যেতে পারতেন। যীশু যখন তাদের সুস্থ করেছিলেন তখন তাদের আনন্দ কল্পনা করুন! তবুও, তাদের মধ্যে নয়জন তাদের পথে চলে গেলেন, যিনি তাদের নতুন জীবন দিয়েছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেলেন। সম্ভবত তারা ভেবেছিলেন, "যীশু আমাদের যেতে বলেছেন, তাই আসুন আমরা কেবল মেনে চলি।" কৃতজ্ঞতা তাদের মনে কখনও আসেনি।

আমরা কতবার হতাশায় ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করেছি "প্রভু, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন!" এবং একবার তিনি উত্তর দিলে, তাঁর করুণা ভুলে গিয়ে দূরে সরে গিয়েছিলাম?

এমন কোন দিন কি এসেছে যখন তুমি তাঁর অসংখ্য আশীর্বাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেছো? আসুন আজ তাঁর চরণে ফিরে আসি। আসুন তাঁর সামনে মাথা নত করি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যীশু যেমন সেই নয়জনকে খুঁজছিলেন যারা ফিরে আসেনি, তেমনি তিনি এখনও আমাদের সেইসব লোকদের খুঁজছেন যাদের তিনি তাঁর নিজের রক্তপাতের মাধ্যমে মুক্ত করেছেন। আসুন আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময় ও করুণাময় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি।

বছরের শেষে

আমরা এই বছরের শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি। আসুন আমরা একটু থেমে যাই এবং এই মাসগুলিতে আমাদের জন্য প্রভুর প্রতিটি আশীর্বাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি কি কখনও ভাবেন, "আমি কেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব? আমি আমার নিজের শক্তি এবং প্রজ্ঞা দিয়ে এটি অর্জন করেছি?"?

যদি তাই হয়, তাহলে মনে রাখবেন: "প্রভুর পবিত্র করুণায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং ধ্বংস হই না।" আমরা আজ বেঁচে আছি শুধুমাত্র তাঁর করুণার কারণে।

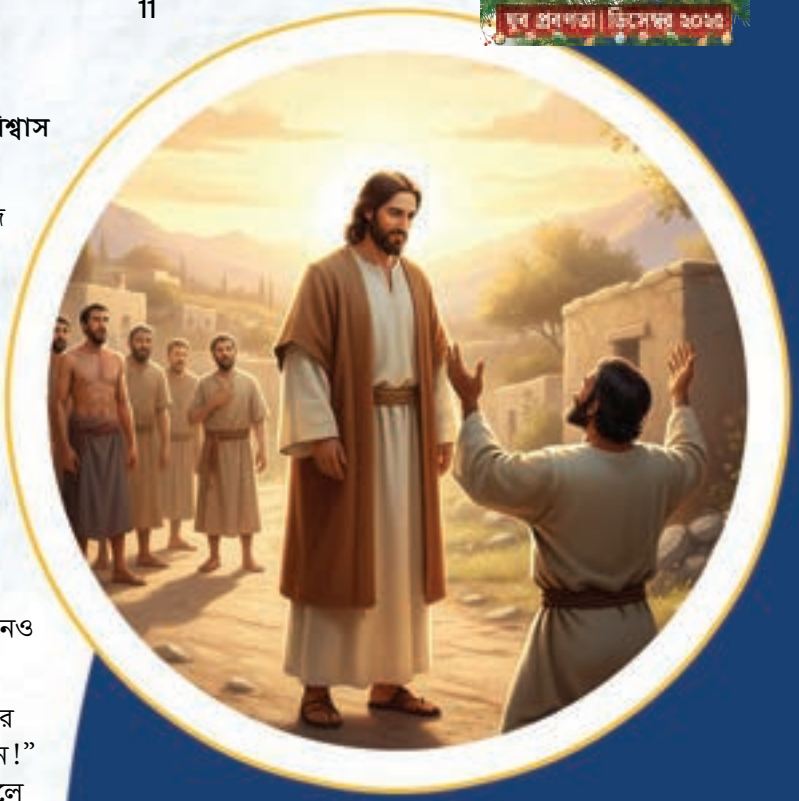

কেন কৃতজ্ঞতা প্রয়োজন

যখন আমরা ঈশ্বরের মঙ্গল ভুলে যাই, তখনই অহংকার এবং অহংকার আমাদের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। সত্য কথা হল, আমরা আগের মতো নেই – প্রভু আমাদের উঁচুতে তুলেছেন।

যখন আমরা আমাদের অতীত এবং তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তা ভুলে যাই, তখন অহংকার ভেতরে ঢুকে পড়ে, ফিসফিস করে বলে, "আমি অন্যদের চেয়ে ভালো।" তাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত:

"প্রভু যীশু, আমাকে এমন একটি কৃতজ্ঞ হৃদয় দাও – যে হৃদয় তোমার করা ভালো কাজগুলো কখনো ভুলে যাবে না।"

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, সর্বোপরি কৃতজ্ঞ থাকো।
ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে বড় ত্যাগ বা সম্পদ আশা করেন না – তিনি কেবল আপনার কৃতজ্ঞতা চান। যাই ঘটুক না কেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিন। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনার প্রতিটি প্রার্থনার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই উত্তর দেবেন। এবং তাঁর উপস্থিতি সর্বদা আপনার সাথে থাকবে।

সাক্ষ্য সিন্দুক

উপাসনার তাঁবু স্বর্গীয় উপাসনার একটি মডেল এবং যীশু খ্রিষ্টের প্রকৃতি এবং খ্রিষ্টীয় জীবনের পর্যায়গুলির প্রতীকী প্রকাশ উভয়ই হিসেবে কাজ করে।

আশ্রম - ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করেন

তাঁবু (হিব্রু: মিশকান, যার অর্থ "বাসস্থান") ছিল একটি অস্থায়ী কাঠামো, যা ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করে। ঠিক যেমন মানুষ এক ছাদের নীচে একসাথে বাস করে, ঈশ্বরও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বাস করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে থাকার আগে প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছানোর জন্য বা মন্দির নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করেননি। মিশর থেকে তাদের উদ্ধার করার মুহূর্ত থেকে, তিনি তাদের মধ্যে মরুভূমিতে বাস করতে বেছে নিয়েছিলেন। একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকার জন্য স্বর্গে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করেন না। তিনি আমাদের মধ্যে, এমনকি এখন, পৃথিবীতেও বাস করতে আগ্রহী।

একক প্রবেশপথ - খ্রিস্টই একমাত্র পথ

আবাসস্থলের প্রবেশপথ ছিল মাত্র একটি। একইভাবে, স্বর্গে যাওয়ার পথ মাত্র একটি - যীশু খ্রীষ্ট। "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন।" (যোহন ১৪:৬) "আমিই দ্বার; যে কেউ আমার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করবে সে রক্ষা পাবে।" (যোহন ১০:৯) আবাসস্থলের প্রবেশপথটি পশ্চিম দিকে মুখ করে ছিল, সূর্যোদয়ের বিপরীত দিকে। প্রবেশের অর্থ হল সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, প্রতীকীভাবে।

সূর্য উপাসনা প্রত্যাখ্যান করা, যা সেই সময়ে মিশরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং আবাস তাম্বুতে পা রাখার অর্থ পার্থিব উপাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং একমাত্র সত্য ঈশ্বরের দিকে পা রাখা।

অনুগ্রহের বলিদান

তাঁবুর ভেতরে, পাঁচটি প্রধান বলিদান উৎসর্গ করা হয়েছিল:

১. পোড়ানো-নৈবেদ্য

2. শস্য নৈবেদ্য

3. শান্তি প্রস্তাব

4. পাপের নৈবেদ্য

৫. অপরাধবোধের প্রস্তাব

এই সমস্ত বলিদান একসাথে অনুগ্রহের চূড়ান্ত বলিদানের দিকে ইঙ্গিত করেছিল - যীশু খ্রীষ্ট, যিনি তাঁর গভীর প্রেম থেকে আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। "এটাই ভালোবাসা: আমরা ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিলাম এমন নয়, বরং তিনি আমাদের ভালোবেসেছিলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন।" (১ যোহন ৪:১০)

ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণে দান করেন

"প্রভু যে কাজ করতে আদেশ করেছিলেন তা করার জন্য লোকেরা যথেষ্ট পরিমাণে এনেছিল।" (যাত্রাপুস্তক ৩৬:৭) তাঁবু নির্মাণের জন্য আনা উপকরণগুলি কেবল পর্যাপ্তই ছিল না, বরং যথেষ্ট ছিল! যখন ঈশ্বর আমাদের কিছু করার আদেশ দেন, তখন তিনি এর জন্য প্রচুর পরিমাণে যোগানও দেন। যদি আমরা আমাদের পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, ব্যবসা, পরিচর্যা, তাঁর বাক্য অনুসারে পরিবার এবং ভবিষ্যতের জন্য, আমাদের কখনও কোনও কিছুর অভাব হবে না।

ঐশ্বরিক আদর্শ অনুসরণ করা

ঈশ্বরের দেখানো নকশা অনুযায়ীই এই তাঁবুটি তৈরি করা হয়েছিল। যদি মোশি চল্লিশ বছর বয়সে নীলনকশাটি ফিরে পেতেন - যে সময় তিনি মিশরের জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন - তিনি হয়তো মিশরের পিরামিড এবং স্থাপত্যের মহিমা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের মতো করে এটি তৈরি করতেন। কিন্তু মোশি তার জ্ঞান বা সৃজনশীলতার উপর নির্ভর করেননি। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী এটি তৈরি করেছিলেন। একইভাবে, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত বা পরিবর্তন করা উচিত নয়। ঈশ্বরের নির্দেশাবলী তাঁর কথা অনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে, আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়।

বেজালেল - জ্ঞানের আত্মায় পরিপূর্ণ

"আমি তাকে ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে, জ্ঞান, বোধগম্যতা, জ্ঞান এবং সকল প্রকার দক্ষতা দিয়ে পূর্ণ করেছি যাতে সে সোনা, রূপা এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের কারুকার্যের জন্য শৈল্পিক নকশা তৈরি করতে পারে।"

"পিতল।" (যাত্রাপুস্তক ৩১:৫) বৎসলেলের নামের অর্থ "ঈশ্বরের ছায়ায়"। তিনি তাঁবুর উপাদানগুলি নকশা ও তৈরি করার জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। যখন আমরা সর্বশক্তিমানের ছায়ায় বাস করব, তখন তিনিও তাঁর গৌরবের জন্য আমাদেরকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করে জ্ঞান, দক্ষতা এবং উদ্দেশ্য দিয়ে পূর্ণ করবেন।

জ্ঞানী-হৃদয়বানদের প্রতি আহ্বান

"তারপর মোশি বৎসলেল, অহলীয়াব এবং সদাপ্রভুর ক্ষমতা এবং কাজ করতে ইচ্ছুক সকল দক্ষ লোককে ডাকলেন।" (যাত্রাপুস্তক ৩৬:২)

তাঁবু নির্মাণের জন্য, ঈশ্বর জ্ঞানী-হৃদয়সম্পন্ন লোকদের উত্থাপন করেছিলেন যারা কেবল দক্ষই ছিলেন না, বরং আত্মার দ্বারা ইচ্ছুক এবং অনুপ্রাণিতও ছিলেন। আজ, এই শেষকালে, ঈশ্বর আবারও এমন জ্ঞানী-হৃদয়সম্পন্ন লোকদের খুঁজছেন - তাঁর রাজ্য নির্মাণ করার জন্য, তাঁর আগমনের জন্য জাতিগুলিকে প্রস্তুত করার জন্য এবং সর্বত্র পুনরুজ্জীবনের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আপনি কি তাদের একজন হতে প্রস্তুত?

আসুন আমরা একসাথে যোগদান করি, জেগে উঠি, এবং পুনরুজ্জীবনের আগুন ছড়িয়ে দিই!

পুনরুজ্জীবন বীজ

জন জি প্যাটন

একজন মিশনারি যিনি খ্রীষ্টের জন্য কোনও ভয় পাননি!

গত মাসে, আমরা রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের মিশনারি কাজের কথা পড়েছিলাম। এই মাসে, আসুন আমরা আরেকজন মিশনারির জীবনের দিকে তাকাই যিনি নির্ভীকভাবে প্রভুর সেবা করেছিলেন - একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিপজ্জনক দ্বীপে নৃশংস নরখাদকদের মধ্যে সাহসের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন, যেখানে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত উপজাতিরা ছিল। প্রেম এবং করুণার সাথে, তিনি সুসমাচারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, এমনকি খ্রীষ্টের জন্য নিজের জীবন হারাতেও ভয় পাননি।

প্রারম্ভিক জীবন

জন জি. প্যাটন ১৮২৪ সালে স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তার বাড়িতে "পবিত্র স্থান" নামে একটি ছোট ঘর ছিল। তার বাবা দিনে তিনবার সেই ঘরে প্রার্থনা করতে যেতেন। তার বাবার প্রার্থনা জীবনের দৃশ্য তরুণ জনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার মধ্যে খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগতভাবে জানার এবং একজন মিশনারি হিসেবে তাঁর সেবা করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। জন গ্লাসগোর একটি সেমিনারিতে ধর্মতাত্ত্বিক পড়াশোনা করেছিলেন, একই সাথে স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তিনি গ্লাসগো সিটি মিশনে যোগ দিয়েছিলেন, যা দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সেবা করে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি এই মিশনে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং তার শ্রমের দৃশ্যমান ফল দেখতে পেয়েছিলেন। তার পরিচর্যার মাধ্যমে অনেক মাতাল, অলস এবং ঈশ্বর-বিদ্রূপকারী খ্রিস্টের কাছে পরিচালিত হয়েছিল। তার ভারী কাজের চাপ সত্ত্বেও, তিনি বিশ্বস্ততার সাথে তার ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা চাল

নিপীড়নের সম্মুখীন

দ্বীপবাসীরা মন্দ আত্মা এবং তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মার উপাসনা করত। তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। যখনই কেউ মারা যেত, তারা যোহনকে দোষারোপ করত, "তোমার ঈশ্বর এই মৃত্যু ঘটিয়েছেন, তাই আমরা তোমাকে হত্যা করব!"

দেশের যাদুকররা ভয় পেত যে যদি লোকেরা সুসমাচার গ্রহণ করে, তাহলে তাদের নিজস্ব শক্তি এবং প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই, যখনই কোনও বিপর্যয় আসত, তারা জনগণকে মিশনারিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে উৎসাহিত করত, দাবি করত, "এই শ্বেতাঙ্গরা দেবতাদের ক্রোধিত করেছে!" এবং তাদের হত্যা করার চেষ্টা করত। যোহনের পরিচর্যা ছিল বিপদ, নির্যাতন এবং হুমকিতে পরিপূর্ণ। তবুও, ক্রমাগত ভয় এবং কষ্টের মধ্যেও, তিনি চার বছর ধরে কাজ চালিয়ে যান। অবশেষে, তিনি অল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের জন্য স্কটল্যান্ডে ফিরে আসেন। সেখানে, তিনি অনেক গির্জায় প্রচার করেছিলেন, তাঁর মিশন ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর আবেগপূর্ণ সাক্ষ্য চার যুবককে একই দ্বীপে মিশনারি হিসেবে তাদের জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আনিওয়া মিশন

১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে, জন নিকটবর্তী আনিওয়া দ্বীপে চলে যান। সেখানেও বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছিল,

কিন্তু তার বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। তিনি আনিওয়া ভাষা শিখেছিলেন এবং তান্নাতে ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ, সাক্ষরতা শিক্ষা এবং খ্রিস্টের প্রচারের মতো একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে, অনেক দ্বীপবাসী যীশুকে গ্রহণ করেছিল। তবুও প্রকৃতি এবং মানুষের কাছ থেকে বিরোধিতা অব্যাহত ছিল। যেহেতু দ্বীপে পানীয় বা ধোয়ার জন্য পরিষ্কার জলের অভাব ছিল, তাই জন একটি কূপ খনন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লোকেরা তাকে উপহাস করে বলেছিল, "জল

বৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল আকাশ থেকে আসে। এই লোকটি এর জন্য মাটি খুঁড়তে পাগল!"

কিন্তু জন বিশ্বাস এবং প্রার্থনায় পূর্ণ হয়ে খনন চালিয়ে গেলেন। একদিন, মাটি স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল – এটি একটি চিহ্ন যে জল কাছে এসে গেছে। তিনি গ্রামের লোকদের একত্রিত করলেন এবং গর্ত থেকে জল তুলে আনলেন। অবাক হয়ে তারা চিৎকার করে বলল, "কী অসাধারণ! মাটির নিচ থেকে বৃষ্টি পড়ছে!"

যখন তারা জিজ্ঞাসা করল এটা কিভাবে সম্ভব, যোহন বললেন, "আমাদের কাছে জল ছিল না, তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, এবং তিনি আমাদের জল দিয়েছিলেন।" দ্বীপের প্রধান, বিস্মিত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "যিহোবা হলেন সত্য ঈশ্বর!" বছরের পর বছর ধরে ধর্মোপদেশ মানুষের হৃদয়কে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি, তা এইভাবে সম্ভব হয়েছিল। অনেকেই যীশুতে বিশ্বাস করতেন এবং বাপ্তিস্ম নিতেন। শুষ্ক মৌসুমে, লোকেরা সেই কূপ থেকে জল পান করে বেঁচে থাকত।

একটি দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার

১৮৯৯ সালে, জন প্যাটন আনিওয়া ভাষায় নতুন নিয়ম প্রকাশ করেন। উপাসনার স্থানের প্রয়োজনীয়তা পুনরুজ্জীবিত করে, নতুন বিশ্বাসীরা আনন্দের সাথে একসাথে একটি গির্জা তৈরি করেন। তিনি তাদের ভাষায় একটি স্তবগ্রন্থ সংকলন ও মুদ্রণ করেন এবং দুটি এতিম গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এতিমদের অনেকেই পরবর্তীতে শিক্ষক এবং সুসমাচার কর্মী হয়ে ওঠেন।

যতই পরীক্ষা আসুক না কেন। জন তার অটল বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন: "যিনি আমাকে ডেকেছেন তিনি বিশ্বস্ত। তাঁর হাত আমাকে পথ দেখাবে, এবং তিনি কখনও আমাকে ত্যাগ করবেন না।" তাঁর অক্লান্ত সেবার কারণে, আজও অসংখ্য মানুষ খ্রীষ্টের উপাসনা করে চলেছে। আসুন আমরাও যীশু এবং তাঁর রাজ্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উৎসর্গ করি, একই আবেগ, সাহস এবং আত্মসমর্পণের সাথে যা দ্বীপপুঞ্জের নির্ভীক ধর্মপ্রচারক জন জি. প্যাটনের জীবনকে পূর্ণ করেছিল!

সিনাই পর্বত

২০২৬ (একদিনের যুব উপবাস প্রার্থনা) এই শেষকালে, তরুণদের জাতির জন্য মধ্যস্থতাকারী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মার কাছে সুসমাচার বহনকারী যোদ্ধা হিসেবে উঠে দাঁড়াতে হবে এই জ্বলন্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, গত ১৫ বছর ধরে প্রতি দীপাবলির দিনে বিভিন্ন স্থানে সিনাই পর্বতের একদিনের যুব উপবাস প্রার্থনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই বছরও, ঈশ্বরের কৃপায়, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, পন্ডিচেরি এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের ৩৩টি স্থানে সিনাই পর্বতের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় ৬,৫০০ তরুণ-তরুণী একত্রিত হয়ে সারা দিন উপবাস এবং প্রার্থনা করেছিলেন।

এলিয়ার মতো যুবকদের উত্থিত হতে দেখার গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, এই বছরের প্রতিপাদ্য ছিল: "ওহে এলিয়া ওঠো! শক্তিতে নিজেকে পরিধান করো।" প্রথম অধিবেশনে, প্রভু তাঁর দাসদের ব্যবহার করে যুবকদের এলিয়ার মতো ঈশ্বরের সামনে দাঁড়ানোর জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে, বাক্য তাঁর রাজ্যের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি এবং আধ্যাত্মিক উপহারে তরুণ বিশ্বাসীদের কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

নালুমাবাদীতে, প্রভু ভাই মোহন সি. লাজারাস এবং সিস. অ্যাশলেকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অনেকেই জাতির জন্য শূন্যস্থানে দাঁড়াতে, সাহসের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে, ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এমন সবকিছু থেকে বিরত থাকতে এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

বিজয়ের চাকা!

আমার সকল প্রিয় তরুণ সাফল্যমণ্ডিতদের আন্তরিক শুভেচ্ছা!
এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমরা অর্জন করতে পারি না।
তবুও আমাদের মধ্যে অনেকেই, যখনই আমরা কোনও বিপত্তি বা সংগ্রামের মুখোমুখি হই, তখনই হাল ছেড়ে দিই, বলি, "আমি আর এটা করতে পারব না।" কিন্তু যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করে - যারা বলে, "ব্যর্থতা বা সংগ্রাম আসতে দাও; এটা আমাকে থামাতে পারবে না!" এবং সাহস এবং মনোযোগের সাথে এগিয়ে যায় - তারাই সাফল্যের পিছনে ছুটে বেড়ায়।
এখানে এমনই একজন সফল ব্যক্তির অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা, যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিলেন - একতা ভয়ানের গল্প।

সাহসিকতার দ্বারা পুনর্লিখনিত একটি জীবন

একতা ভয়ান ১৯৮৫ সালে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য সকল শিশুর মতোই তিনিও পড়াশোনা এবং খেলাধুলা উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিলেন, উৎসাহ এবং দৃঢ় সংকল্পে পরিপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু ২০০৩ সালে, যখন তার বয়স মাত্র ১৭ বছর, এক মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনা তার জীবন চিরতরে বদলে দেয়। তার মেরুদণ্ডের গুরুতর আঘাতের ফলে কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত তার শরীর অবশ হয়ে যায়। ডাক্তাররা বলেছিলেন যে তিনি আর কখনও হাঁটবেন না এবং তার বাকি জীবন হুইলচেয়ারে কাটাতে হবে। যা তার স্বপ্নের শেষ হতে পারত, তা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে আনে। একতা হতাশা বা আত্ম-করুণার মধ্যে ডুবে যেতে অস্বীকৃতি জানান। পরিবর্তে, তিনি আশা এবং আনন্দের সাথে একটি নতুন সূচনাকে আলিঙ্গন করেন, তার জীবনকে আবার অর্থবহ করে তোলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

সীমাবদ্ধতার বাইরে প্রকাশিত

তিনি ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ২০১১ সালে মর্যাদাপূর্ণ হরিয়ানা সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এখন রাজ্য কর্মসংস্থান বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। ২০১৪ সালে, তিনি আবারও খেলাধুলার দিকে মনোনিবেশ করেন, প্যারা-অ্যাথলিট হিসেবে। তিনি ক্লাব থ্রো এবং ডিসকাস থ্রো ইভেন্টে প্রশিক্ষণ শুরু করেন, যে খেলাগুলির জন্য প্রচুর শৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন

ছিল। তার কঠোর পরিশ্রম শীঘ্রই ফলপ্রসূ হয়। ২০১৬ সালে, বার্লিনে অনুষ্ঠিত আইপিসি গ্র্যান্ড প্রিক্সে, তিনি ক্লাব থ্রো ক্যাটাগরিতে রৌপ্য পদক জিতেছিলেন। দুই বছর পর, ২০১৮ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসে এই জাকার্তায় অনুষ্ঠিত, তিনি স্বর্ণপদক জিতে ভারতকে গৌরব এনে দিয়েছিলেন।

তার সাফল্য অব্যাহত রেখে, ২০২৫ সালে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে, তিনি আবারও ক্লাব থ্রো ইভেন্টে রৌপ্য পদক অর্জন করেছিলেন, যা তার নবম আন্তর্জাতিক পদক!

অনুপ্রেরণাদায়ক একটি গল্প!

প্রিয় পাঠকগণ, একতার জীবন এক দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল – কিন্তু তার গল্প শেষ করার পরিবর্তে, তিনি সাহসের সাথে এটি পুনর্লিখন করেছিলেন। যদি সে এই চিন্তার কাছে হার মানত, "আমি আর কিছুই করতে পারব না, তাহলে আজ আমাদের কেউই তার নাম জানত না।" তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল – "আমার পথে যাই আসুক না কেন, আমি তা কাটিয়ে উঠতে পারব" – যা তাকে বিজয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

আর আজ, একই প্রশ্ন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে: তোমার সিদ্ধান্ত কী হবে?

তুমি কি বলবে "আমি পারব" নাকি "আমি পারব না"?

উত্তরটা তোমার হাতে।

কর্ণাটকে... Achievers

(পরীক্ষার জন্য উপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ প্রার্থনা)

বেঙ্গালুরুতে...

তারিখ: **১০ জানুয়ারী** (শনিবার)

সময়: **সকাল ১০:০০ টা ১:০০ টা**

স্থান: ওয়ার্ল্ড রিভাইভাল প্রেয়ার সেন্টার
৫৭/২, থমাসাপ্পা লেআউট,
(উপরে) লুম্বিনি গার্ডেন বাস স্ট্যান্ড,
আউটার রিং রোড,
বীরন্নপালয় (নাগাভারা)।

যোগাযোগ: ৯৯৬২০৮৫৫২৩/৭৮৯৯০৮৮৫৩৮

কেজিএফ-এ...

তারিখ: **১১ জানুয়ারী** (রবিবার)

সময়: **বিকাল ৩:০০ – ৫:০০**

স্থান: বিশ্ব পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা কেন্দ্র
১, কর্নেশন টাউন,
সুমতি জৈন উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরীতে,
বি.এম. রোড, রবার্টসনপেট,
কেজিএফ

যোগাযোগ: ৯৯৬২০৮৫৫২৩ / ৯৩৫৩৭১০৪৯৮

বার্তা এবং প্রার্থনা: ভাই অবিনাশ

প্রার্থনা নির্দেশিকা

ডিসেম্বর ২০২৫

অ্যালকোহল সেবন

তামিলনাড়ুতে, ৪,৮২৯টি TASMAC মদের দোকান এবং এই আউটলেটগুলির সাথে প্রায় ৩,২৪০টি বার সংযুক্ত রয়েছে।

প্রতিদিন, মদ বিক্রি থেকে আয় হয় ₹১২০-১৩০ কোটি, যা সপ্তাহান্তে বেড়ে ₹১৪০-১৫০ কোটিতে পৌঁছায়।

উৎসবের মরশুমে, এই সংখ্যা আরও ১৫% বৃদ্ধি পায়। গত বছর দীপাবলির সময় মদের বিক্রি *৪৩৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছিল। এই বছর, সরকার ৬০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, তবুও বিক্রি প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। আশ্চর্যজনকভাবে ৭৮৯.৮৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিশেষ করে, ১৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিক্রি রেকর্ড করা হয়েছে ২৩০.০৬ কোটি টাকা; ১৯ অক্টোবর, ২৯৩.৭৩ কোটি টাকা; এবং দীপাবলির দিনে ২৬৬.০৬ কোটি টাকা। ভারতে, ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে, ১৮.৭% পুরুষ এবং ১.৩% মহিলা মদ্যপান করেন।

প্রার্থনা তালিকা

১. তামিলনাড়ু জুড়ে মদের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধের জন্য প্রার্থনা করুন।

২. প্রার্থনা করুন যেন নেতা এবং কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে মদের মাধ্যমে আয় আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ নিয়ে আসে।

৩. মদ্যপানের কারণে পরিবার এবং সম্পর্কের ধ্বংস বন্ধ হোক, এই প্রার্থনা করুন।

৪. মদ্যপানের ফলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর হাত থেকে সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং মৌসুমী রোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মৌসুমী জ্বর সাধারণ হয়ে উঠেছে। সাধারণত, এই অসুস্থতাগুলি অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তবে গত বছর, আগস্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই বছরও, জ্বর এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা সকল বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করেছে, অন্যদিকে ডেঙ্গু জ্বর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জনসাধারণের ভয় এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের মতে, প্রতিদিন ৬০-৭০ জন ডেঙ্গুর জন্য চিকিৎসা নিচ্ছেন। এই বছর এখন পর্যন্ত ১৪,০০০ জনেরও বেশি রোগীর খবর পাওয়া গেছে এবং ৭ জন মারা গেছেন।

প্রার্থনা তালিকা

১. ঋতু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট রোগ থেকে সকলের জন্য ঈশ্বরের ঐশ্বরিক সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

২. জ্বর এবং শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার বিস্তার বন্ধে সরকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩. ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত সকলের সম্পূর্ণ আরোগ্য এবং বর্ষাকালে ঐশ্বরিক সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সংক্রমণের বিস্তার রোধ করা এবং মানুষ সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

ক্রমবর্ধমান খাদ্য মূল্য

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি – খাদ্যের দামের তীব্র বৃদ্ধি, যার ফলে অনেক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালে পরিচালিত জরিপ অনুসারে, গত পাঁচ বছরে শুধুমাত্র মুম্বাইতেই খাদ্যের দাম ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংক একটি চমকপ্রদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে:

রাশিয়ায়, ৯৩% মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার কিনতে পারে না।

পাকিস্তানে, ৮৩% একই সমস্যার সম্মুখীন।

ভারতে, ৭৪% জনসংখ্যার পুষ্টিকর খাবারের সুযোগ নেই।

প্রার্থনা তালিকা

১. প্রার্থনা করুন যে বন্যার ফলে সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে ফসলের ধ্বংস যেন ফিরে আসে।

২. খরার কবলে পড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে কৃষি আবার সমৃদ্ধ হয়।

৩. প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর সঠিক সময়ে বৃষ্টি পাঠান এবং কৃষকদের চোখের জল মুছে দেন।

৪. ভারতের অর্থনীতির উন্নতি হোক এবং মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যের দাম কমে আসুক, এই প্রার্থনা করুন।

ভেজাল ও নকল ওষুধ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে ভারতে বেশ কয়েকটি অননুমোদিত কোম্পানি নকল এবং নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি করছে। সম্প্রতি, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ভেজাল কাশির সিরাপের কারণে ২০ জন শিশুর মৃত্যু জাতিকে হতবাক করেছে। তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে যে কাঞ্চিপুরম-ভিত্তিক শ্রীসান ফার্মা কোল্ড্রিপ ব্র্যান্ড নামে তৈরি সিরাপে ডাইথিলিন গ্লাইকল ছিল, যা একটি মারাত্মক বিষ। গত ছয় বছরে, একই রকম ভেজাল সিরাপের কারণে ১২০ জনেরও বেশি শিশু মারা গেছে। কাশির সিরাপে সাধারণত প্রোপিলিন গ্লাইকল, গ্লিসারিন এবং সরবিটলের মতো দ্রাবক থাকে যা উপাদানগুলিকে দ্রবীভূত করে। তবে, এই ক্ষেত্রে, নির্মাতারা ভুল করে বা অবহেলায় শিল্প-গ্রেড ডাইথিলিন গ্লাইকল ব্যবহার করে, যা একটি বিষাক্ত রাসায়নিক যা কিডনির গুরুতর ক্ষতি, স্নায়ুতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ভারত ওষুধ রপ্তানির মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার (৩,০০০ কোটি টাকা) আয় করে, কিন্তু এই ধরনের ট্র্যাজেডি ওষুধ উৎপাদনে অবহেলার অন্ধকার দিকটি প্রকাশ করে।

প্রার্থনা তালিকা

১. প্রার্থনা করুন যে জাল ওষুধ উৎপাদন এবং বিতরণ কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং বিচারের আওতায় আনা হবে।

২. প্রার্থনা করুন যে নকল ওষুধগুলি দ্রুত শনাক্ত করা হবে এবং কারও ক্ষতি করার আগে ধ্বংস করা হবে।

৩. ভেজাল ওষুধ তৈরির সাথে জড়িত কোম্পানিগুলির লাইসেন্স পুনরায় বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করুন, এবং দায়ীরা তাদের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হন।

৪. দূষিত বা নিম্নমানের ওষুধের কারণে আর কোনও প্রাণহানি না হয়, সেই প্রার্থনা করুন।

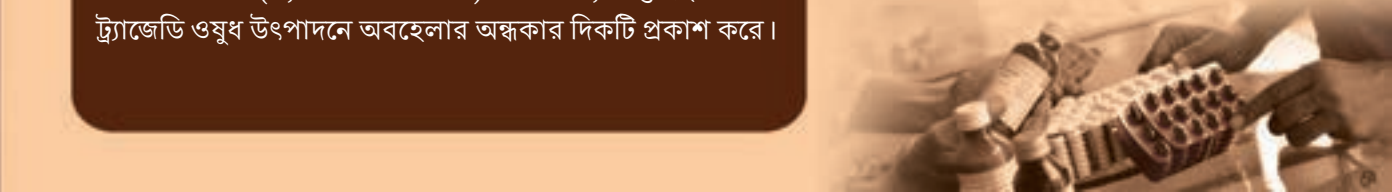

Heart Beat

ভাঙা সীমানা!

আমার নাম জুলিয়েট, আমি ১৯ বছর বয়সী কলেজ পড়ছি। আমার বোনের বয়স ২৬, বিবাহিত, এবং তার দুটি সন্তান আছে। তার স্বামীর বয়স ৩০ বছর। একদিন, আমার শ্যালক তার মোটরবাইকে আমাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেই মুহূর্ত থেকে, আমি তার প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যেই, সেই আকর্ষণ ধীরে ধীরে ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যায়। আমি তাকে আমার ভবিষ্যৎ স্বামী হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করি এবং সেই চিন্তাভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকি। যখন আমার বোন এই কথা জানতে পারে, তখন সে আমাকে তিরস্কার করে। আমার বাবা-মাও আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। তবুও, আমি তাকে ভুলতে পারি না। যদিও সবাই আমাকে বলে যে আমার অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা ভুল, আমার হৃদয় তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং টেলিভিশন এই ধরণের গল্প এবং ধারাবাহিকে ভরা। আজকের পৃথিবীতে, কেউ কি সত্যিই এটাকে ভুল বলতে পারে? আমার বন্ধুরাও আমাকে বলে, "তোমার ইচ্ছামতো বাঁচার অধিকার আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই।" এমনকি আমার অন্তরের কণ্ঠস্বরও আমাকে বলে যে এই ধরণের সম্পর্ক ভুল নয়।

- জুলিয়েট, চেন্নাই।

প্রিয় জুলিয়েট, তোমার চিঠি পড়ে মনে একটা ধাক্কা আর গভীর দুঃখ দুটোই আসে। পারিবারিক সুন্দর বন্ধনকে কখনোই বিকৃত বা অসম্মানিত করা উচিত নয়। আমাদের সম্পর্কগুলো পবিত্র এবং শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তোমার বোনের স্বামীকে একজন পিতার মতো বিবেচনা করা উচিত, এমন একটি সম্পর্ক যা সম্মানের, রোমান্টিক নয়। এই ধরনের বন্ধনকে ভালোবাসা বা আকর্ষণ বলা কেবল ভুল নয়, বরং একে প্রকৃত অর্থে অনুপযুক্ত এবং পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বলা উচিত। তোমার শ্যালকের প্রতি তোমার যে অনুভূতি আছে তা ভালোবাসা নয়, বরং কাম - যা বিপজ্জনক এবং অবমাননাকর।

জুলিয়েট, টেলিভিশন সিরিয়াল বা সোশ্যাল মিডিয়া এই ধরনের কাজগুলিকে স্বাভাবিক করে তুললেই সেগুলো সঠিক হয়ে যায় না।

অনেক মানুষ যারা নিজেদের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিল জীবন দুঃখজনক এবং লজ্জার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে, যেমনটি মিডিয়া রিপোর্টে বারবার দেখা গেছে। একজন পুরুষের একজন নারীর প্রতি অথবা একজন নারীর একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক - এটি মানুষের আবেগের অংশ। কিন্তু এই আকর্ষণ কেবল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মধ্যেই পূরণ করতে হবে। এই সীমার বাইরে যা কিছু করা হয় তা পাপ।

এই আধুনিক সংস্কৃতিতে, যেখানে একজন ষাট বছর বয়সী পুরুষেরও ১০ বছর বয়সী মেয়ের প্রতি আকর্ষণকে অজুহাত দেওয়া হয়, সেখানে এটি প্রেম নয়, এটি বিকৃতি এবং নৈতিক অবক্ষয়। একইভাবে, যখন একজন ৪০ বছর বয়সী মহিলা ১৫ বছর বয়সী ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন এটি প্রেম নয় - এটি কাম এবং দুর্নীতি, এমন কাজ যা মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।

আজ, সদ্গুণ, পবিত্রতা, শৃঙ্খলা এবং শ্রদ্ধার মতো মূল্যবোধগুলি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা এবং এটিকে আধুনিকতা বা স্বাধীনতা বলা অগ্রগতি বা সভ্যতা নয়। যদিও মানবতা জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কিছু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট পবিত্র সম্পর্কের সৌন্দর্য ভুলে গেছে। এই

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই জাতিগুলিকে কঠোর আইন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুদের সুরক্ষার জন্য পকসো আইন (যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা) প্রবর্তন করা হয়েছিল কারণ প্রাপ্তবয়স্করা - যারা তাদের সুরক্ষার জন্য তৈরি - তারাই তাদের নির্দোষতা এবং জীবন ধ্বংস করছে।

জুলিয়েট, যদি তুমি এই পাপের পথ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে তুমি আবার নতুন জীবন শুরু করতে পারো।

এই ভুল ইচ্ছা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য এখানে কয়েকটি পদক্ষেপ দেওয়া হল:

- স্বীকার করুন যে আপনার চিন্তাভাবনা ভুল। স্বাধীনতার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল স্বীকারোক্তি।
- তোমার মানসিকতা পরিবর্তন করো। তোমার কল্পনাশক্তিকে পাপপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে দিও না।
- এমন সিনেমা বা অনুষ্ঠান দেখা এড়িয়ে চলুন যা কামুক চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলে বা অনৈতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।
- আপনার বোনের বাড়িতে যাওয়া বা তার স্বামীর সাথে দেখা করা থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকুন।
- সেই বন্ধুরা যারা এই ধরনের পাপপূর্ণ আচরণকে উৎসাহিত করে তাদের খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করুন।
- প্রতিদিন প্রার্থনা করুন, এই উপলব্ধি করে যে এই ইচ্ছা পাপ এবং যদি আপনি তা চালিয়ে যান তবে এটি আপনাকে অপবিত্রতার দিকে নিয়ে যাবে।
- একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই আপনার পাপ ক্ষমা করতে পারেন এবং আপনাকে মুক্ত করতে পারেন।
- পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু যদি তুমি ভাবতে থাকো, "এটা ভুল নয়," এবং এই ইচ্ছাকে লালন করো...

- তোমার চিন্তাভাবনা শীঘ্রই কর্মে পরিণত হতে পারে।
- তুমি হয়তো অনৈতিক এবং ভাঙা জীবনযাপন করতে পারো।
- তোমার বোনের পরিবার ভেঙে যেতে পারে।
- তার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে।
- তোমার নিজের পরিবার তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং সমাজ তোমাকে লজ্জিত করবে।
- তুমি তোমার পড়াশোনা, সুনাম এবং শান্তি হারাতে পারো, অপমানের প্রতীক হয়ে উঠতে পারো।
- হতাশায়, তুমি এমন ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তও নিতে পারো যার জন্য তোমাকে চিরকাল অনুতপ্ত থাকতে হবে।

প্রতিটি পাপপূর্ণ কাজ প্রথমে আনন্দদায়ক মনে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কেবল যন্ত্রণা এবং অশ্রু বয়ে আনে। ভুল চিন্তাভাবনা থাকতেই তা সংশোধন করা বুদ্ধিমানের কাজ কারণ একবার এটি কর্মে রূপান্তরিত হলে, এটি গভীর দুঃখ এবং লজ্জা নিয়ে আসে।

জুলিয়েট, এক মুহূর্ত থামুন এবং চিন্তা করুন। আপনি এখনও এই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। যীশু খ্রীষ্ট প্রতিটি পাপ ক্ষমা করেন এবং নতুন জীবন দেন। কেবল তিনিই আপনাকে এই পাপপূর্ণ চিন্তাভাবনার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার দুর্বলতাগুলি সমর্পণ করুন, প্রার্থনায় অবিচল থাকুন, এবং আপনি অবশ্যই মুক্তি পাবেন।

"প্রভু, শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে শক্তিহীনদের সাহায্য করার জন্য তোমার মতো আর কেউ নেই।"
(২ বংশাবলি ১৪:১১)

চাঞ্চল্যকর খবর

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? এই সুন্দর মাসে যখন আমরা খ্রিস্টের জন্ম উদযাপন করছি, তখন আবার তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত! ঠিক আছে তাহলে... **চলুন এই মাসের গল্পে ডুব দিই।**

বাইবেলে আমরা পড়ি যে যীশু একবার গালীল সাগর পার হয়ে গেরাসেনীদের অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি নৌকা থেকে নামার সাথে সাথেই একদল ভূতগ্রস্ত লোক তাঁর দিকে ছুটে এল। হাজার হাজার মন্দ আত্মায় ভরা এই লোকটি তার জীবনের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। ভূতরা তাকে হিংস্র এবং অস্বাভাবিকভাবে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। কেউ তাকে আটকাতে পারত না, এমনকি শিকল দিয়েও বেঁধে রাখার পরও। দিনরাত সে সমাধিস্থলে এবং পাহাড়ে বাস করত, চিৎকার করত এবং পাথর দিয়ে

নিজেকে কেটে ফেলত। কিন্তু যখন সে দূর থেকে যীশুকে দেখল, তখন সে দৌড়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁর উপাসনা করল। তার মধ্যে থাকা ভূতরা যীশুকে অনুরোধ করেছিল যে তিনি যেন তাদের সেই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে না দেন, বরং তাদের কাছের শূকরের পালের মধ্যে পাঠান। যীশু অনুমতি দিলেন এবং সেই মুহূর্তে, লোকটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেল। যে একসময় হিংস্র এবং যন্ত্রণাদায়ক ছিল সে শান্ত এবং ভদ্র হয়ে খ্রীষ্টের একজন সত্যিকারের অনুসারী হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক ঘটনাটি নিয়ে চিন্তা করতে করতে, আমি ভাবতে শুরু করলাম ভাবছি: আজও কি এই ধরণের রূপান্তর ঘটতে পারে? যীশু কি এখনও সবচেয়ে দুষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ও পরিবর্তন করতে পারেন? আর ঠিক যখন আমি এই বিষয়ে ভাবছিলাম, তখনই বিহারের একটি অত্যাশ্চর্য বাস্তব জীবনের গল্পের মুখোমুখি হলাম যা আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল, GEMS মিশনারি সংস্থার একটি সাক্ষ্য।

শৈলীর গল্প

মাত্র চার বছর বয়সী শৈলী নামে একটি ছোট্ট মেয়েকে তার বাবা-মা উভয়কেই হারানোর পর GEMS মিশন সেন্টারে আনা হয়েছিল। সে লাজুক, শান্তশিষ্ট শিশু ছিল কিন্তু সেই প্রেমময় পরিবেশে, সে খুব অল্প বয়সেই খ্রিস্টের প্রেম

সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। কয়েক বছর পর, যখন সে এগারো বছর বয়সী হয়েছিল, তখন তার আত্মীয়রা ছলনা করে তাকে মিশন থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার জন্য একটি বিবাহের ব্যবস্থা করে। এই খবরটি GEMS কর্মীদের গভীরভাবে দুঃখিত করেছিল। যে লোকটিকে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল সে একজন সরকারি ঠিকাদার ছিল, কিন্তু বাস্তবে, সে ছিল একজন নিষ্ঠুর এবং হিংস্র মানুষ - একজন বর্বর মেজাজের অপরাধী। সে শৈলীকে ঘৃণা করত এবং তার সাথে কঠোর আচরণ করত।

প্রার্থনার মাধ্যমে একটি অলৌকিক ঘটনা

বছর কেটে গেল। একদিন, এই লোকটির ছোট ভাই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে হাজার হাজার টাকা খরচ করে চিকিৎসা করানোর পরেও কোনও উন্নতি হয়নি। অবশেষে ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিলেন। তারা যুবকটিকে বাড়িতে নিয়ে এলেন, এবং তারপরেও, তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে জাদুবিদ্যা, আচার-অনুষ্ঠান এবং জাদুবিদ্যার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুই কাজ করল না। তার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। সেই মরিয়া পরিস্থিতিতে, শৈলীর স্বামী তার দৃঢ় প্রার্থনা জীবন লক্ষ্য করলেন এবং ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তার কাছে এলেন। সে বলল, "দয়া করে আমার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করো।" সে দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "আমি প্রার্থনা করতে প্রস্তুত, এবং আমার যীশু তাকে সুস্থ করে তুলবেন। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আজ থেকে তুমি আর কখনও অস্ত্র হাতে নেবে না এবং যীশুকে অনুসরণ করবে।" সে রেগে গেল এবং বলল, "যদি আমার ভাই সুস্থ না হয়, তাহলে আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব!" তবুও, শৈলী ভয় পেল না। সে হাঁটু গেড়ে বসে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে লাগল। দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে, সে হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করল। এবং তারপর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল। তার স্বামীর ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন! এই শক্তিশালী অলৌকিক ঘটনাটি কেবল একটি জীবনই বাঁচিয়েছিল না, বরং তার হিংস্র স্বামীর হৃদয়কেও বদলে দিয়েছিল। যে ব্যক্তি একসময় ঈশ্বরকে ঘৃণা করত, সে তার জীবন যীশু খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করেছিল। একসাথে, এই দম্পতি পরিচর্যার মাধ্যমে প্রভুর সেবা করতে শুরু করেছিলেন। এমনকি যখন সুসমাচার প্রচারের জন্য তাদের উপর একাধিকবার আক্রমণ করা হয়েছিল - এমনকি যখন তাদের একবারে গুলি করা হয়েছিল, তখনও তারা অটল বিশ্বাস এবং সাহসের সাথে তাদের পরিচর্যা চালিয়ে গিয়েছিল।

বাহ... কি অসাধারণ রূপান্তর, তাই না বন্ধুরা?

যীশু কেবল একজন অসুস্থ ব্যক্তিকেই সুস্থ করেননি, বরং একজন নিষ্ঠুর হৃদয়ের পাপীকেও ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত দাসে পরিণত করেছিলেন! এটি কেবল আরোগ্য নয়, এটি একটি পরিবর্তিত হৃদয়ের অলৌকিক ঘটনা। যখন আমরা আমাদের পরীক্ষার মধ্যেও অবিচল বিশ্বাসের সাথে যীশুকে ধরে রাখি, তখন ঈশ্বরের শক্তি কেবল আরোগ্যই আনে না বরং জীবনকে এমনভাবে রূপান্তরিত করে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বর এখনও জীবন পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত। ঠিক যেমন তিনি শৈলিকে তার পরিবারের জন্য পরিত্রাণ আনতে ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি তিনি তোমাদের জন্যও অন্যদের জন্য রূপান্তরের মাধ্যম হতে চান। বন্ধুরা, তোমরা কি সেই পাত্র হতে প্রস্তুত?

(চাঞ্চল্যকর খবরের সমাপ্তি)